১২

লীলা দুবে
(Leela Dube)

নৃতাত্ত্বিক ও নারীবাদী চিন্তাবিদ্ লীলা দুবে ছিলেন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক শ্যামাচরণ দুবে (S.C.Dube) -র স্ত্রী। লীলা দুবে জন্মগ্রহণ করেন 1923 সালের 27 শে মার্চ এবং তাঁর মৃত্যু হয় 2012 সালের 20 শে মে। 1970 -এর দশকে Indian Sociological Society-র একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে লীলা দুবে ভারতে নৃ ধারার সমাজ তত্ত্বে 'Women's Studies'-এর অর্ন্তভুক্তিকরণে বিশেষ অবদান রাখেন। 1984 সালে International Sociological Association আয়োজিত World Sociological Congress -এ 'Women in Society (RC-32) নামক Research Committee - র তরফ থেকে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বলা যায় যে, তাঁর প্রচেষ্টাতেই World Sociological Congress-এ 'Women in Socity' প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায়। সমাজ বিজ্ঞানে অনবদ্য অবদানের জন্য 'Indian Sociologinal Society' 2007 সালে তাঁকে UGC -র তরফ থেকে Swami Pranavananda Saraswati Award for 2005 প্রদান করা হয়।

লীলা দুবের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমূহ ঃ

1. Visibility and Power : Essays on Women in Society and Development (1986) [সহসম্পাদনা Leela Dube, Eleanor Leaeock & Shirley Ardener]

2. On the Construction of Gender : Hindu Girls in Patrilineal India [প্রবন্ধটি 1988 সালে EPW, Vol 23, NO 18, April 30--এ প্রকাশিত হয়]

3. Women and Kinship : Comparative Perspectives on Gender in South-East Asia (1997)

4. Household, Structures and Strategies : Women, Work and Family (1990) [সহসম্পাদনা Leela Dube & Rajni Palriwala]

5. Anthropological Explorations in Gender : Intersecting Fields (2001)

লীলা দুবে সম্ভবত প্রথম নৃতাত্ত্বিক যিনি লিঙ্গ বৈষম্য (Gender) ও আত্মীয়তা (Kinship) কে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরবর্তীকালে Irawati

হয়েছে। অনেকে ব্রিটিশ অধীন খনি, নির্মান কর্মে বা কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। অনেকে আবার অপরাধমূলক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেছে। অনেকে নিজেদের ভূমি জীবিকা হারিয়ে শোষিত হয়েছে ব্রিটিশ ও ভারতীয় জমিদার কর্তৃক। Elwin চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে মূলত ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী উপজাতিদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন। যেমন ভিল ও নাগা উপজাতির প্রধানগণ, গোন্ড উপজাতিদের রাজা, সম্পদশালী সাঁওতাল, ওঁরাও নেতা, উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন মুন্ডা উপজাতিরা এই শ্রেণীর অর্ন্তগত। Elwin -এর মতে এই উপজাতিরা নিজস্ব উপজাতি নাম, গোত্র ও টোটেম পরিচয় নিয়মকানুনকে ধরে রেখেছে। হিন্দু বা ইউরোপীয়দের ধর্মকে গ্রহন না করে নিজস্ব ধর্মকেই এরা পালন করেছে। অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতিকে এরা বিসর্জন দেয়নি। এরা সভ্যতার সুযোগ সুবিধা গুলিকে গ্রহণও করেছে নিজেদের সংস্কৃতিকে বিপন্ন না করে। তাছাড়া এরা বাইরের সংস্কৃতির সাথে সংযোগ সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে, আভিজাত্য অর্জন করেছে, স্বনির্ভর হয়েছে, অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব অর্জন করেছে। Elwin মনে করেন উপজাতি সমাজের পরিবর্তনের পর্যায়ে যদি তাদের জন্য কিছু প্রকল্প ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়, তাহলে তারা নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী হতে পারবে তেমনি নিজেদেরকে শোষণের হাত থেকেও মুক্ত করতে পারবে। Elwin তাঁর 'A Philosophy of NEFA' গ্রন্থে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল সীমান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের দাবী জানান, যাতে করে তারা ও অন্যান্য সমস্যা গুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারে (Guha 1999 : 63-97)।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের উপজাতি নিয়ে Elwin -এর গবেষণা সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। 'The tribal world of Verrier Elwin' (1964) নামক তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটিও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে এবং এই গ্রন্থটি 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কার লাভ করেছে। S. C. Dube বলেছেন, "By his individual efforts, Elwin has produced more and better research work than many of the expensively staffed and large research organizations in the country" (Guha 2007 : 355) ।